৺শ্রীশ্রীহরি

স্বাধীন বাংলা

ভাদু সঙ্গীত

স্বাধীন বাংলা ভাদুর গান
সবাই পড়রে ভাই দিয়ে মন প্রাণ।
বাংলা দেশ স্বাধীন হবে হবেয়ে ভাই পুণ্যধাম
তাই গাওরে ভাই সবাই মিলে স্বাধীন বাংলা ভাদুর গান!
মূল্য মাত্র লাগবেরে ভাই বার নয়া দাম
এ-বছরে হোলরে ভাই স্বাধীন বালা ভাদুর গান।

প্রণেতা—**শ্রীকালীপদ কুণ্ডু** —কীর্ত্তন গায়ক
শালবনী, বাঁকুড়া।

প্রকাশক—**শ্রীনিমাইচন্দ্র রক্ষিত**।
সাং—বাঁকুড়া।

মূল্য—১২ পয়সা মাত্র।

সরস্বতী প্রেস, নুনগোলা রোড, বাঁকুড়া।

১। গৌর চন্দ্রিকা।

দেখে গৌউর বদন।
মনে পড়ে মা যশোদার নীলরতন ॥
বালারূপ লুকায়ে এখন গো, হয়েছে গৌউর বরণ।
সকল অঙ্গ, গেছে ঢাকা, যায়না দুটী বাঁকা নয়ন ॥
বাঁকা নয়ন দেখে চেনা গে-ছে গো, মা যশোদার প্রাণধন।
সেই প্রেমে মাখা, চাহনী বাঁকা, ব্রজ গোপিকার মন মোহন ॥
তাইতো আড় নয়নে ঘন ঘন গো, চাইছ হে বলি এখন।
কিন্তু সে স্বভাবত, যায়নি তোমার কিছে যেমন কুসুম বলে ॥

২। কৃষ্ণ বিরহিনী রাধিকা।

(মাধবী তলায়)

ও মাধবী বলি তোরে।
তোর তলাতে মাধব দিয়াতরে।
তাইবলি বল মাধবীরে আমার মাধব কোথায় রে।
তোর তলায় বসে, যোগীর মত, সদত ধিয়াতরে ॥
কেমন পিয়া বিনে হিয়া কেনরে, কি সুখেতে আছে রে।
এমন নির্লজ্জ পরাণ বলি, ফেটে কেন যায়না রে ॥
আমার করে ধরে প্রিয়া, আমারবে বনে বনে স্বরতরে।
নানাবিধ ফুল তুলি, সাজাতে যতন করে ॥
শয়নে স্বপনে দেখত'রে আমারে লয়ে কোরে।
এখন কোন খানেতে কার সনেতে, আছেরে কেমন করে ॥

৩। রাধার বিরহ।

আমার হরি গেল মধুপুরী।
ওগো সখি বল তোরা কি উপায় করি॥
ধূলায় পড়ে থাকলে মালাগো, কেও ছুঁয়েনা হাতে করি।
তেমনি কেও শুধায় না, কেমন আছ, বলি ওগো রাই কিশোরী॥
আমার হরি বিনে, কেমন করি গো, কাটাব দিন শর্ব্বরী।
আমার হরি বিনে, সকল জগৎ, শূন্যময় আমি হেরি॥
হরি বিনে রইতে নারি গো, কেঁদে কেঁদে আমি মরি।
বর্ষার মত, চক্ষুধারা, পড়ছে গো নয়ন বারি॥
এমন সুবিদ কেবা আছে গো, কে যাবে মধুপুরী॥
নইলে আমার, হরি বিনে, প্রাণেতে যাব মরি॥

৪। রাধার অন্তঃবাহ্য দশা।

আমার মরণ কালে।
প্রাণসখি তোদিক আমি যাই বলে॥
তোমার আমার মরম সখি গো, তোদিক আমি যাই বলে।
আমার এই উপকার করবি বল্লি, তোরা সখি সকলে।
শ্যাম কুণ্ডের মাটি এনে গো, অঙ্গে লিখবী গো শ্যাম শ্যাম বলে।
আবার কানের কাছে কৃষ্ণ বলে, শুনাবী নাম সকলে॥
আগুনে পোড়াস না তোরা গো, ভাসায়ে দিসনে জলে।
আমি মরিলে তুলিয়ে রাখবী ঐ যে তরু তমালে।
শ্যামলতা দিয়ে বাঁধবী সখি গো, যায়না যেমন খুলে।
শ্যাম কাল আর, তমাল কালো বেঁধে রাখবী গো তমাল ডালে
আমার বঁধু এলে তোরা গো, জেলে দিবি গো চরণ তলে।
আমি প্রাণ পেলে সে পেতেও পারি তাঁর চরণ পরশ ছলে॥

৫। ভাবোল্লাসে মিলন।

কেঁদে কেঁদে বাই কিশোরী।
একবার এসে দাও দেখা প্রাণের হরি ॥
কেঁদে কেঁদে কুঞ্জে বসে গো, নয়ন মুদে কিশোরী।
হৃদয় মাঝে দেখতে পেল, শ্যাম নাগর বংশীধারী ॥
কুঞ্জেহরি হৃদে হরি গো, হরি ময় আজ সুন্দরী।
যে দিকেতে, নয়ন দেয় গো, সেই দিকেই দেখেন হরি ॥
লতায় হরি পাতায় হরি গো, ফলে ফুলে দেখে হরি।
এমন অনুরাগ না হলে, এখন কি মিলে হরি ॥

৬। ভাদুর মাহাত্ম্য।

ভাদুর পূজা বিনে।
কলি কালে কি ফল অন্য সাধনে ॥
আপনি অনন্ত দেব গো, করতে নারি বর্ণনে।
বেদ বিধিতে, অন্ত নাই যার, শাস্ত্রে নাই কোনখানে ॥
গোলকবিহারী হরিগো, সদা চিন্তা তাঁর মনে।
স্বয়ং মহাদেব, জানতে নারি, ধ্যান করে যোগাসনে ॥
কত যোগী ঋষি মুনিগো, ধ্যানে সদাই মগনে।
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, অন্ত না পায় দেবগণে ॥
স্বর্গ মর্ত্ত পাতালেতে গো এই চৌদ্দ ভুবনে।
ভাদুর মহিমা বলি জানতে নারল কোন জনে ॥

—:০:—

৭। কাশীপুরে ভাদু পূজা।

কাশীপুরের মহারাজা।
ভক্তিভাবে করে গো ভাদুপূজা॥
সাড়ে তিনশ মণ ভাজে গো, কড়া কড়া কলাই ভাজা।
ঘরে ঘরে, নিমন্ত্রণ দিয়ে আসে যত প্রজা॥
নিমন্ত্রণ পেয়ে বলি গো, কেউ আনে শশাদধিজা।
কেউ বা আনে পাকা কলা, মটা মটা খাজা তাজা॥
কেউ বা আনে ডালিভর্তি করে গো, মণ্ডা মিঠাই খাজা গজা।
কেও বা এনে, ভাজিদ করে, গোটা ঘিয়ের লুচি ভাজা।
মহাসমারোহে পূজা গো, কাশীপুরের মহারাজা।
নানা প্রকার বাদ্যভাণ্ড, ঢাক ঢোল গুড় গুড় বাজা॥
আবার সাধু সন্ন্যাসী এসে জুটে, তিনি ভাগ্যবানরা হরদম গাঁজা।
আবার সব প্রজাকে পাত পাড়িয়ে, পেটভর্তি খাওয়ায় খাজা॥
প্রতী হয়ে যত নারী গো, যাদের ছেলে মেয়ে নাই, বাজা
বলে, কাঁখে কোলে পেলে দিব কড়া কড়া কলাই ভাজা।

৮। ভাদুর আরতি।

(কীর্ত্তনসুর)

জয় জয় ভাদ্রেশ্বরী — শরণ তোমারী।
আরতি করতহি — যত কুলনারী॥
বাসর বনাইল — কাপড় কাণ্ডারী।
টাঙ্গাইয়া দিল বলি — নানা রংগের শাড়ী॥
ছাপার সন্দেশ — নানা লুচি পুরী।
খাজাগজা মণ্ডা মিঠাই — সিঙ্গারা কচুরী॥

থালাতে থালাতে সবাই সুসজ্জিত করি।
মটামটা পানের খিলী বাটা দিল ভরি॥
রতন প্রদীপ জ্বালি দ্বীপ উজারি।
আরতি করে যেহ সবার সুন্দরী॥
চামর ঢুলায় যত নারী ভাতমণির বদনহেরী।
তা দেখিয়ে কালী দাসের নয়নেতে বারি॥

(বলে আর কত দিনে পাব
(ভাদু তোমার থালার শিতল আমি কতক্ষণে খাব)
(ঐ খাজা গজা মণ্ডা মিঠাই আমি কতক্ষণে পাব॥

—:০:—

৯। ভাদুর বাসর দেখে

বিরোধী পাটী

খুব দেখাসলো হাতে ঘড়ি।
ভাদর মুখটা ধান সিজা হাঁড়ি॥

এমনি বাসর সাজাইলি লো, জুটেনা দুটা শাড়ি।
এই ছেড়া তালাই টাঙ্গাইলি বেঁধে বেঁধে বিচাল দড়ি॥
দাম লাগেনা শালুক ফুলের লো, তুলেছিস লো একগাড়ি।
কিন্তু মিষ্টি দিতে, মুরাদ নাইলো, শুধুই এত চড়বড়ী॥
অনুমানে যাচ্ছে বুঝালো, নাই তোদের টাকা কড়ি।
তাই তাল কুড়িয়ে, একথাল মেড়ে. দিয়েছিসলো তালমাড়ী॥
ফেরি দিয়ে কাপড় পরেলো, দেখাস লো ফাইন শাড়ী।
আনলি ধোপা ঘরে ভাড়া করে মরণ নাই লো গলায় দড়ি॥

—:—

১০। বিদায়

আমার জাদুধনে।
বিদায় তোরা দিবিলো বল কেমনে ॥
কেমন করে থাকব ঘরে লো, ধৈর্য্য ধরে পরাণে।
আমার বিদায় দিতে মন সরেনা, তিল শান্তি নাই প্রাণে ॥
শ্বশুর বাড়ী যাবে চ'লেলো সকালে ছ'টার ট্রেনে
একটা বছর কেমন করে থাকবলো অদর্শনে ॥
দিব্য করে বলছি তোদিকে লো, আমার কথা শুনে কানে।
জাদুমণি চলে গেলে বাঁচব নালো জীবনে ॥

১১। শরণার্থী

পূর্ব্ব বাংলা হতে।
দলে দলে আসছে মানুষ ভারতে ॥
ঘর দুয়ারে সব ছেড়ে দিয়ে গো, আসছে প্রাণের ভয়েতে।
সেই ইয়াহিয়া জঙ্গী শাহীর, ভীষণ অত্যাচারেতে ॥
কেহ পুত্রহারা কেহ স্বামী হারা গো, কেঁদে কেঁদে কাঁদাতে।
কেহ ধন সম্পত্তি ছেড়ে দিয়ে চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে ॥
কিবা হিন্দু কিবা খৃষ্টানগো, কিবা মুসলমানেতে।
লক্ষ লক্ষ হাজার হাজার, আসছে বলি দিন রাতে ॥
কেঁদে কেঁদে বলছে সবাই গো, যমুনা পাকিস্থানেতে।
তবে স্বাধীন বাংলা হলে পরে ফিরে যাব দেশেতে ॥

১২। [রোম। ১লা ডিসেম্বর]
১৯৭০ ইউবন আই; ডি; পি, এ

কিউবা শহরে।

যিশুখ্রীষ্টের মূর্তিতে রক্ত ঝরে॥
ক্রুশ বিদ্ধ যিশুর মূর্ত্তিতেগো, গড়া আছে প্রাচীরে।
দশ মিটার যে লম্বা মূর্ত্তি পিঞ্জোর বাড়ীর ভিতরে।
শহরের যত লোক গো! ছুটে আসে গির্জ্জা ঘরে।
এসে দেখে ঝর ঝর করে ফিং দিয়ে রক্ত ঝরে।
দলে দলে আসছে লোক গো; ঢুকছে পিঞ্জোর বাড়ীর ভিতরে।
দেখে যিশুখৃষ্টের মূর্ত্তি থেকে ফিং দিয়ে রক্ত ঝরে॥
ঊনিষ-শ সত্তোর সালে গো, পহেলা ডিসেম্বরে।
এই খবর প্রচার হোল দেখলাম যুগান্তরের খবরে॥

১৩। দেশের হাওয়া

ও নর। তুই সাবধানে!
চলা ফেরা করবিরে তুই শুন কানে॥
দেশের হাওয়া বইছে যেমন রে, চলতে হবে সেই মেনে!
কথা কাটা কাটি, ঝগড়-ঝাটি, করিসনা কারো সনে॥
অরাজকতা হয়েছে দেশের, কেও কাউকে না মানে!
কোথায় কানা, কোথায় বোবা, কোথায় দেখবে চোখে শুনবে কানে॥
নিত্য নিত্য হচ্ছে খুনরে, বাঁচাবী যদি প্রাণে।
তুই ঘরের ছেলে ঘরেই তামাক খাবি বসে গোপনে॥

১৪। বাসে চেপে মানুষের দুর্গতি

বাসে বাদুর ঝুলা।

হয়ে যাচ্ছেরে মানুষগুলা ॥

কোন খানেতে চাপবে বাসেরে, যায়না বলি তিল ফেলা।
তবু বলে চাপব বাসে। এমনিরে মানুষগুলি ॥
ঠক্‌রা ঠক্‌রী যাচ্ছে কারুরে, যত পার হাত খুলা।
আবার উপর থেকে, পড়ছে দুম্ দুম্, রক্তেতে বান ঘুলঘুলা ॥
গাছের ডালে লাগছে যারে, হচ্ছেরে পটল তুলা।
আবার থসলে পড়ে, কারু রলি যাচ্ছেরে আঁঠ ছুলা ॥
মধু ঘোষের যত দোষের, পিঠে বেঁধে রাখবে কুলা।
নইলে কিল ঘুসিতে, সিজিয়ে দিবে, একবারে যে পিঠগুলা ॥

১৫। শালবনীতে প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী।

ইন্দিরার রূপ দেখব বলে।
ছুটে আসছেরে দলে দলে ॥

নব শিক্ষামন্দির প্রাঙ্গনেতেরে, শালবনী চাইস্কুলে।
প্রধানমন্ত্রী, ইন্দিরাগান্ধী, হেলিকপ্টারেতে নামিলে ॥
বুড়ারা সব লাঠি ধরে রে, মেয়েরা ছেলে কোলে।
কেউবা ছুটে, উর্দ্ধশ্বাসে, কেউবা আসছে সাইকেলে ॥
ছাত্র ছাত্রীরা এসে সবাইরে, রাস্তার দু'পাশেতে দাঁড়ালে ॥
প্রতিগ্রামের নর-নারী ঘর ছেড়ে এলো চলে ॥
অসংখ্য অসংখ্য লোকরে, নর-নারী সবাই মিলে।
বিপুল হর্ষধ্বনি, করে তখন, অভিনন্দন জানালে ॥
প্রধান মন্ত্রী নেমে তখন রে, করযোড়ে দাঁড়ালে।
যেমন স্বর্গহতে স্বর্গেশ্বরী মর্ত্তভূমে নামিলে ॥

১৬। জয়বাংলা

পশ্চিম বাংলাতে।
জয়বাংলা হচ্ছে সবার চোখেতে ॥
জয়বাংলা বলছে মুখে গো, হচ্ছে অমনি চোখেতে।
কিবা কট্ কটানী, খচ্ খচানী হচ্ছে চোখ লাল বোমেতে
সহরে সহরে বলিগো, প্রতি গ্রামে গ্রামেতে।
কেওত বাকী, রইলনারে প্রতি ঘরে ঘরেতে ॥
এমনি দয়াল জয়বাংলা গো জাতের বিচার নাই তাতে।
কিবা ব্রাহ্মণ, কিবা শূদ্র, কিবা হাড়ী, চণ্ডালেতে ॥
যার কপাল মন্দ বলিগো, পড়ে রইল ভবেতে।
এই জয় বাংলা, দেখনারে কেউ কষ্ট চোখেতে।
কানা, কানি যাচ্ছে শুনাগো, এই যে পশ্চিম বাংলাতে।
জয় বাংলা, হোল না যার, পাঁচ'শ টাকা পুরস্কারেতে ॥

১৭। ইতিহাস

ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে।
লেখা থাকবে যুগ যুগান্তরে ॥
ইয়াহিয়ার বর্বরতা গো, বাংলা দেশের উপরে।
নরহত্যা, নারী ধর্ষণ করছে গো অকাতরে।
ঘরে ঘরে ঢুকে বলিগো, গুলি করে হত্যা করে।
ধন সম্পত্তি লুটপাট করে, আগুন লাগায় চারিধারে ॥
বড় বড় সহরগুলাকে গো মেসিনগান আর মর্টারে।
বোমা ফেলে ঘর বাড়ী সব দিচ্ছে ধূলীস্মাৎ করে ॥

— ০ —

যে অত্যাচার করছে বর্গিগো, বলা যায় না কথায়ে।
স্বামীকে বেঁধে, স্ত্রীয়ের ব'লি, সতীত্ব নষ্ট করে ॥
মানুষের উপর মানুষের পড়ছে গো আছাড়াছাড়ি সহরে।
পচা মাংস ছিঁড়ে খাচ্ছে—যত শিয়াল কুকুরে ॥
সাড়ে সাত কোটি মানুষ গো বাংলা দেশের ভেতরে
তাদের নিরস্ত্র হাতে পাকসেনাতে মারছে গো অজস্রে ॥

১৮। বাজারের এখন সেরা লাল নিশান বিড়ি

বলি ওরে ঈশান।
কাল হতে আনবি বিড়ি লাল নিশান ॥
কত প্রকার উঠল বিড়িরে জনগণের হবে কল্যাণ।
কল্যাণ হওয়া দূরে থাকুক, খেয়ে বসি যাচ্ছে প্রাণ ॥
কেহ কেহো কেহ শুধোবে, খাসুনা বিনা এতদিন।
কোনো বিড়ি আদৌ ধোঁয়া বেরোয় না যে দমটান ॥
কোনো বিড়ি এমনি খারাপ যে, কেশে কেশে হই হায়রান।
মনে হয় যে আর খাব না, বুক ফেটে যাচ্ছে প্রাণে
উৎকৃষ্ট তামাকের দোকানে, পরিমিত করে ওজন
কি চমৎকার বাঁধছে বিড়ি হাতে লাল নিশান ॥
শুনছি লাল নিশানে এ. বি. সি, ডিতে ভিটামিন আর ক্যালসিয়াম।
তাই বড় বড় ডাক্তার কোবরাজ, লিখে দিচ্ছে প্রেসক্রিপশান ॥
হবে শরীর তাজা পাবে মজারে, বাড়বেরে দেহের ওজন
আহারের পরে পরে, কর লাল নিশানের ধূমপান ॥
তাই কর যোড় করে বলিছে শুন শুন জনগণ।
এই লাল নিশান বিড়ি খেয়ে, বেকার শ্রমিকদের প্রাণ বাঁচান ॥

ফোন নং—৫৩৪ ফোন নং—৫৩৪

❋ সুধা লজ ❋

উত্তম আরামপ্রদ এবং যোগ্যতম

—আবাসিক ভোজনালয়—

"আপনার ভ্রমণ পথে অবস্থান করার মত একমাত্র যোগ্যতম প্রতিষ্ঠান—

—সুধা লজ—

রামপুর রোড, বাঁকুড়া।

১। এক দুই. তিন বা ততোধিক সীট সংযুক্ত দ্বিতল বাটীতে আলো বাতাসসহ উত্তম আহার ও বাসস্থানের সুবন্দোবস্ত আছে।

২। দিবারাত্র কলের জলের ব্যবস্থা আছে এবং উত্তম স্নানাগার ও শৌচাগারের ব্যবস্থা আছে।

৩। গৃহস্থ পরিবেশ, উত্তম রান্না এবং নিজ তত্বাবধানে গ্রাহকদিগের চাহিদা অনুযায়ী রুচি সম্মত ভাবে পরিবেশনের ব্যবস্থা আছে।

৪। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং গ্রহকগণের সন্তুষ্টি সাধনই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য।

৫। বাজারের মান অনুযায়ী কম খরচায় কর্তৃপক্ষের তত্বাবধানে অবস্থান করিবার একমাত্র যোগ্য প্রতিষ্ঠান এই **"সুধা লজ"** সবাঙ্গে পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

কর্তৃপক্ষ—

"সুধা লজ"

বাঁকুড়া।

প্রচারক— শ্রীপ্রনব ব্যানার্জ্জী

(নিউ পেন্টার)